দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 31 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৮...

ছায়ানটে শুরু বইমেলা

কৈশোর তারুণ্যে বই-এর ভিন্নধর্মী উদ্যোগ

■ আসিফুর রহমান সাগর

ছায়ানট ভবনের নালন্দার বাচ্চাদের আনন্দ ধরে না। আনন্দ করার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে চিৎকার করা। বন্ধুদের সঙ্গে হুটোপুটি করে চিৎকার করলে মজা আরো বাড়ে। নালন্দার ছোট্ট শিশুদের দেখলে এটাই মনে হবে। তাদের এই আনন্দের কারণ কি? উত্তরে ক্লাস সেভেনের বসুধা শ্রেষ্ঠা বলল, স্কুলেই চার দিনের বইমেলা শুরু হয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে বইমেলা থেকে কেনা সব বই পড়া শেষ। নতুন বই কিনতে পারব। সেই জন্য সবাই খুশি।

বইমেলা উদ্যানে হয়, মাঠে হয় কিন্তু স্কুল ক্যাম্পাসে বইমেলা—এমনটা শোনা যায় না। 'কৈশোর তারুণ্যে বই' সংগঠনটি সেই কাজটিই করছে। বইমেলা নিয়ে হাজির হয়েছে স্কুলে। তারা বলছেন, আমাদের সন্তানরা বই পড়ছে না। বইয়ের বদলে ওদের হাতে উঠেছে প্রযুক্তির নানা ডিভাইস। ওরা সেখানেই বুঁদ হয়ে থাকে। পড়ার কাজটা ট্যাব ও স্মার্টফোনেই সারছে তারা। এই অভিযোগ ঠিক না। অভিভাবকরাই বই তুলে দিচ্ছে না সন্তানদের হাতে। বইয়ের সৌরভের বদলে তাদের সামনে হাজির করেছি পরীক্ষার আতঙ্ক। এই উদ্যোগ সেই দায়মুক্তির জন্য।

এই উদ্যোগে যুক্ত হয়েছে দেশের স্বনামধন্য বেশ কয়েকটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। এগুলো হলো-ইউপিএল, কাকলী, সময়, প্রথমা, অনন্যা, অনুপম, অ্যাডর্ন, জাগৃতি, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ইকরিমিকরি প্রভৃতি।

শিক্ষার্থীরা বলল, এ ধরনের বইমেলা নিয়মিত হলে ভালো। কারণ নতুন নতুন বই পড়ার সুযোগ হয়। তা ছাড়া যারা বই পড়ে তাদের সুন্দর একটা গ্রুপ হয়ে যায়। বই আদান-প্রদান হয়। বই নিয়ে আলোচনা হয়।

নালন্দার শিক্ষার্থী রাজেশ্বরী বলল, পাঠ্যবই পড়তে ভালো লাগে না। পাঠ্যবইয়ের ভাষা, বিষয় উপস্থাপনের ধরন খুব বাজে। আমরা বুঝতে পারি না। কিন্তু গল্পের বইয়ের লেখা আমরা বুঝতে পারি।

এ প্রসঙ্গে কবি আনিসুল হক বলেন, যাদের লেখা শিশুরা বুঝতে পারে তাদের দিয়ে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কেন বই লেখায় না এটা আমি বুঝতে পারি না। আমি সেসব বই পড়ে দেখেছি, সেগুলো সত্যি সহজবোধ্য না। সত্যিই সেসব বই পড়া যায় না। কিন্তু শিশুদের বাধ্য হয়ে পড়তে হয়। পড়াশোনার সেই বদ্ধ অবস্থা কাটিয়ে তুলে পাঠ্যপুস্তকের বাইরের বই।

ছায়ানটের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শিরিন জাহান তানিয়া বললেন, নালন্দা সবসময় শিক্ষার্থীদের বইপড়ায় উৎসাহ দেয়। পাঠ্যবইয়ের ভেতরে সব জ্ঞান থাকে না। থাকতে পারে না। তাই যে কোনো ধরনের বই পড়ায় আমরা কোনো বিধিনিষেধ টানি না। এটা শিক্ষার্থীদের জন্য উপকারে আসছে। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই তাই করা উচিত।

শিক্ষার্থীদের এই হতাশার মাঝে 'কৈশোর তারুণ্যে বই' তাই এক নতুন আলো নিয়ে হাজির হয়েছে। তুষার আব্দুল্লাহ জানান, এই সংগঠনটি গত একবছরে ঢাকা ও দেশের বিভিন্ন জেলার ২৫টি স্কুলে এই বইমেলার আয়োজন করেছে। গতকাল রবিবার সকালে ছায়ানটে ছায়ানট ভবনে নালন্দার শিল্পীদের গানের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন করা হয় বইমেলার। উদ্বোধনী পর্বে ছিলেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী, নিয়াজ মোরশেদ কাদরী ও 'কৈশোরে তারুণ্যে বই' এর আহ্বায়ক তুষার আব্দুল্লাহ।

বইমেলায় শিশুরা ঘুরে বই কেনার ফাঁকে ভবনের তৃতীয় তলায় যায় রমেশ চন্দ্র স্মৃতি মিলনায়তনে শুরু হওয়া বইবন্ধু সম্মিলনে। এই সংগঠনের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে এ সম্মিলনে যুক্ত হয়েছিলেন বইমেলায় অংশ নেওয়া প্রকাশক, লেখক ও নালন্দার শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। এ পর্বে উপস্থিত ছিলেন কামাল লোহানী, নিয়াজ মোরশেদ কাদরী, কবি-সাহিত্যিক আনিসুল হক, কাকলী প্রকাশনীর প্রকাশক এ কে নাসির আহমেদ সেলিম, সময় প্রকাশনীর ফরিদ আহমেদ, অ্যাডর্নের সৈয়দ জাকির হোসাইন, অনুপমের মিলন কান্তি নাথ, জাগৃতির রাজিয়া রহমান জলি প্রমুখ।

বইমেলা চলবে বুধবার পর্যন্ত। আর সকাল দশটা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর